কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 13 JUL 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

বিএল কলেজের ইতিহাস বিভাগে মৌখিক পরীক্ষার নামে অর্থ আদায়

খুলনা অফিস ▷

খুলনার সরকারি বিএল কলেজের ইতিহাস বিভাগের মৌখিক পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়ের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনার প্রতিবাদে গতকাল বুধবার সাধারণ শিক্ষার্থীরা কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের মৌখিক পরীক্ষা বন্ধ করে দেয়। পরে ইতিহাস বিভাগের আদায় করা অর্থ ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে নির্ধারিত সময়ের সাড়ে তিন ঘণ্টা পর পরীক্ষা শুরু হয়।

কলেজের শিক্ষার্থীরা জানায়, গত ৬ জুলাই ইতিহাস বিভাগের মৌখিক পরীক্ষায় নিয়মিত শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ২০০ টাকা ও অনিয়মিত (প্রাইভেট) শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ৩০০ টাকা করে আদায় করা হয়। বিভাগের অফিস সহকারী ইয়াসিন প্রতি শিক্ষার্থীর প্রবেশপত্রে গোল সিল মেরে ২০০ টাকা নেওয়া শিক্ষার্থীর প্রবেশপত্রে '২' ও ৩০০ টাকা নেওয়া শিক্ষার্থীর প্রবেশপত্রে '৩' লিখে দেন। সাধারণ শিক্ষার্থীরা ওই দিনই বিষয়টি উপাধ্যক্ষ প্রফেসর কে এম আলমগীর হোসেনকে জানায়। তিনি তাৎক্ষণিক ইতিহাস বিভাগে গিয়ে বিষয়টির সত্যতা জানতে পারেন। তিনি অফিস সহকারীর কাছে অর্থ আদায়ের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি। পরবর্তী সময়ে উপাধ্যক্ষ বিষয়টি অধ্যক্ষ প্রফেসর সৈয়দ সাদিক জাহিদুল ইসলামকে জানান। অধ্যক্ষ এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিলেও এক সপ্তাহে শিক্ষার্থীরা কোনো ফল পায়নি।

এ অবস্থায় গতকাল বুধবার সকালে সাধারণ শিক্ষার্থীরা ব্যবস্থাপনা বিভাগের মাস্টার্স মৌখিক পরীক্ষা শুরুতে বাধা দেয়। তাদের সঙ্গে যোগ দেন কলেজের ছাত্রলীগ নেতারা। তাঁরা দাবি করেন, তাঁরা শিক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করবেন এবং এ জন্য প্রতি পরীক্ষার্থীকে ২০০ টাকা করে দিতে হবে। মৌখিক পরীক্ষার আগেই ওই টাকা আদায় করতে হবে। এতে শিক্ষকরা আপত্তি তুললে সাধারণ শিক্ষার্থীরা তখন বলে যে তাহলে ইতিহাস বিভাগে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায় করা টাকা ফেরত দিতে হবে। না দিলে তারা কোনো মৌখিক পরীক্ষা হতে দেবে না। তারা একপর্যায়ে ব্যবস্থাপনা বিভাগ ঘেরাও করে রাখে। খবর পেয়ে উপাধ্যক্ষ, স্থানীয় থানা পুলিশ পরিস্থিতি শান্ত করে। পরে উপাধ্যক্ষের কক্ষে ছাত্রলীগ, সাধারণ শিক্ষার্থী ও স্থানীয় প্রশাসনের বৈঠক হয়। এতে আগামী শনিবারের মধ্যে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নেওয়া অর্থ ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। এতে সাধারণ শিক্ষার্থীরা সম্মত হলে সাড়ে তিন ঘণ্টা পর ব্যবস্থাপনা বিভাগের মৌখিক পরীক্ষা শুরু হয়। শিক্ষার্থীরা জানান, 'ইতিহাস বিভাগের নিয়মিত ১১৭ ও অনিয়মিত ১৫৪সহ মোট ৫৭১ শিক্ষার্থীর কাছ থেকে এক লাখ ২৯ হাজার আদায় করা হয়। যা অধ্যক্ষ, ওই বিভাগের শিক্ষক ও কর্মচারীদের মধ্যে ভাগ হয়েছে।

আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের পক্ষে কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক নিতাশ ফেরদৌস অনিক কালের কণ্ঠকে বলেন, 'ইতিহাস বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ অবৈধভাবে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করা হয়েছে। সাধারণ শিক্ষার্থীরা এর প্রতিবাদ করলেও কোনো কাজ হয়নি। আজ আমরা সাধারণ শিক্ষার্থীদের দাবি আদায়ের জন্য পরীক্ষা বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছি।'

- প্রতিবাদে শিক্ষার্থীদের ব্যবস্থাপনা বিভাগ
- ঘেরাও, সাড়ে ৩ ঘণ্টা বিলম্বে পরীক্ষা শুরু

নাম প্রকাশ না করার শর্তে কলেজের একাধিক শিক্ষক ও শিক্ষার্থী কালের কণ্ঠকে জানান, বিএল কলেজের ইতিহাস বিভাগ ছাত্রশিবিরের সাবেক এক নেতা ও বর্তমান শিক্ষকের নিয়ন্ত্রণে চলছে। তিনি তাঁর ইচ্ছেমতো সব কিছু করছেন। এ ঘটনা তারই বহিঃপ্রকাশ।

কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রফেসর কে এম আলমগীর হোসেন কালের কণ্ঠকে ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, 'অধ্যক্ষের প্রতিশ্রুতিতে শিক্ষার্থীরা ব্যবস্থাপনা বিভাগের ঘেরাও কর্মসূচি তুলে নেওয়ায় মৌখিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে। আগামী শনিবার ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নেওয়া অর্থ ফেরত দেওয়া হবে।'

দৌলতপুর থানার ওসি হুমায়ুন কবির কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমরা খবর পেয়েই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছি। শিক্ষার্থীদের দাবি মেনে নেওয়ায় কলেজে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।'